হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ২৩

(১)হযরত পৌল রা. সোজা মহাসভার লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার ভাইয়েরা, আজ পর্যন্ত আমি আল্লাহর সামনে পরিষ্কার বিবেকে জীবন-যাপন করছি।" (২)তখন মহাইমাম অননিয় যারা হযরত পৌল রা.-এর কাছে দাঁড়িয়েছিলো, তাদেরকে তাঁর মুখে আঘাত করতে হুকুম দিলেন।

(৩)এতে হযরত পৌল রা. তাকে বললেন, "আপনি চুনকাম করা দেয়াল। আল্লাহ্ আপনাকেও আঘাত করবেন! আইন-মতো আমার বিচার করার জন্য আপনি ওখানে বসেছেন, কিন্তু আমাকে মারতে হুকুম দিয়ে কি আপনি নিজেই আইন ভঙ্গ করছেন না?" (৪)যারা হযরত পৌল রা-র কাছে দাঁড়িয়েছিলো, তারা তাঁকে বললো, "তুমি কি আল্লাহর মহাইমামকে অপমান করার সাহস দেখাচ্ছো?" (৫)তিনি বললেন, "ভাইয়েরা, আমি জানতাম না যে, উনি মহাইমাম। কারণ লেখা আছে, 'তোমার জাতির নেতার বিরুদ্ধে খারাপ কথা বলো না।' "

(৬)যখন হযরত পৌল রা. দেখলেন যে, কয়েকজন সদ্দুকি ও কয়েকজন ফরিসীও সেখানে রয়েছেন, তখন তিনি মহাসভার মধ্যে জোরে বললেন, "আমার ভাইয়েরা, আমি একজন ফরিসী ও ফরিসীর সন্তান। আমার বিচার হচ্ছে, কারণ আমি মৃতদের পুনরুত্থানের আশা করি।" (৭)তার এই কথাতে ফরিসী ও সদ্দুকিদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলো এবং মহাসভার লোকেরা দু' ভাগ হয়ে গেলো। (৮)সদ্দুকিরা বলেন যে, পুনরুত্থান নেই। ফেরেস্তাও নেই। কোনো রুহও নেই। কিন্তু ফরিসীরা এই সবই বিশ্বাস করেন।

(৯)তখন ভীষণ গোলমাল শুরু হলো এবং ফরিসী দলের কয়েকজন আলিম উঠে খুব জোরে বললেন, "আমরা এই লোকটির কোনো দোষ দেখতে পাচ্ছি না। হয়তো কোনো রুহ্ বা ফেরেস্তা এর সংগে কথা বলেছেন।"

(১০)সেই ঝগড়া এমন ভীষণ হয়ে উঠলো যে, প্রধান সেনাপতির ভয় হলো, হয়তো তারা হযরত পৌল রা.-কে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলবেন। তিনি সৈন্যদের হুকুম দিলেন, যেনো তারা গিয়ে লোকদের হাত থেকে হযরত পৌল রা.-কে ছাড়িয়ে এনে সেনানিবাসে নিয়ে যায়। (১১)সেদিন রাতে

হযরত ইসা আ. তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, "সাহসী হও। জেরুসালেমে তুমি যেভাবে আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছো, সেভাবে রোমেও সাক্ষ্য দিতে হবে।"

(১২)সকালবেলা ইহুদিরা একটি ষড়যন্ত্র করলো এবং হযরত পৌল রা.কে হত্যা না-করা পর্যন্ত কিছুই খাবে না বলে কসম খেলো। (১৩)চল্লিশ জনেরও বেশি লোক এই ষড়যন্ত্রে সামিল হলো। (১৪)তারা প্রধান ইমামদের ও বুজুর্গদের কাছে গিয়ে বললো, "পৌলকে হত্যা না-করা পর্যন্ত কিছুই খাব না বলে আমরা কঠিন কসম খেয়েছি।

(১৫)এখন আপনারা ও মহাসভার লোকেরা এ-ব্যাপারে আরো ভালো করে তদন্ত করার অজুহাতে পৌলকে আপনাদের সামনে আনার জন্য প্রধান সেনাপতির কাছে খবর পাঠান। সে এখানে পৌঁছার আগেই আমরা তাকে শেষ করে ফেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম।"

(১৬)হযরত পৌল রা.-র বোনের ছেলে এই ষড়যন্ত্রের কথা শুনতে পেয়ে সেনানিবাসে গেলো এবং তাঁকে সেই খবর জানালো। (১৭)তিনি একজন লেফটেন্যান্টকে ডেকে বললেন, "এই যুবককে প্রধান সেনাপতির কাছে নিয়ে যান, তার কাছে এর কিছু বলার আছে।" (১৮)তখন তিনি তাকে প্রধান সেনাপতির কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, "বন্দি পৌল আমাকে ডেকে পাঠিয়ে এই যুবককে আপনার কাছে নিয়ে আসতে বললো, কারণ আপনাকে এর কিছু বলার আছে।"

(১৯)প্রধান সেনাপতি তাকে হাত ধরে এক পাশে নিয়ে গিয়ে গোপনে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে তুমি কী জানাতে চাও?" (২০)সে উত্তর দিলো, "ইহুদিরা ঠিক করেছে যে, হযরত পৌল রা.-র বিষয়ে আরো ভালো ভাবে খোঁজ-খবর নেবার অজুহাতে তাকে আগামীকাল মহাসভার সামনে নিয়ে যাবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করবে। (২১)কিন্তু তাদের কথায় রাজি হবেন না। কারণ চল্লিশ জনেরও বেশি লোক লুকিয়ে থেকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে। তাঁকে হত্যা না-করা পর্যন্ত এই লোকেরা কিছুই খাবে না বা পান করবে না বলে কসম খেয়েছে। তারা প্রস্তুত হয়ে এখন কেবল আপনার রাজি হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

(২২)প্রধান সেনাপতি সেই যুবককে বিদায় করার সময় এই হুকুম দিলেন, "এ-কথা যে তুমি আমাকে জানিয়েছো, তা কাউকে বলো না।"

(২৩)পরে প্রধান সেনাপতি তার দু' জন লেফটেন্যান্টকে ডেকে বললেন, "দুশো সৈন্য, সত্তরজন ঘোড়সওয়ার সৈন্য এবং দুশো বর্শাধারী সৈন্যকে আজ রাত ন' টার সময় কৈসরিয়াতে যাবার জন্য

প্রস্তুত রাখো। (২৪)পৌলের জন্যও ঘোড়ার ব্যবস্থা করো এবং তাকে নিরাপদে গভর্নর ফিলিক্সের কাছে নিয়ে যাও।”

(২৫)তিনি সেখানে এই চিঠি লিখলেন- (২৬)“আমি ক্লডিয়াস লুসিয়াস, মহামান্য গভর্নর ফিলিক্সের কাছে লিখছি, আমার সালাম গ্রহণ করুন। (২৭)ইহুদিরা এই লোকটিকে ধরে প্রায় হত্যা করে ফেলেছিলো।

কিন্তু আমি যখন জানতে পারলাম যে, সে একজন রোমীয়, তখন আমি আমার সৈন্যদের নিয়ে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে এনেছি।

(২৮)যেহেতু আমি জানতে চাইলাম কেনো লোকেরা তাকে দোষী করছে, সেহেতু আমি তাকে তাদের মহাসভার কাছে নিয়ে গেলাম। (২৯)আমি বুঝতে পারলাম যে, তাদের শরিয়তের বিষয় নিয়ে তারা তাকে দোষী করছে; কিন্তু মরার বা জেলে দেবার মতো এমন কোনো দোষ তার নেই। (৩০)যখন আমি জানতে পারলাম যে, তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, তখনই আমি তাকে আপনার কাছে পাঠালাম। যারা তাকে দোষ দিচ্ছে, তাদেরও আমি হুকুম দিলাম, যেনো তারা এর দোষের বিষয়ে আপনার কাছে গিয়ে বলে।”

(৩১)সুতরাং, প্রাপ্ত হুকুম মতো সৈন্যরা পৌলকে নিয়ে রাতের বেলায় আন্তিপাত্রি পর্যন্ত গেলো। (৩২)পরদিন তারা ঘোড়সওয়ার সৈন্যদের সংগে হযরত পৌল রা.-কে পাঠিয়ে দিয়ে সেনানিবাসে ফিরে গেলো। (৩৩)তারা কৈসরিয়াতে পৌঁছে চিঠিটা ও পৌলকে গভর্নরের হাতে তুলে দিলো। (৩৪)চিঠিটা পড়ে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কোন প্রদেশের লোক।

(৩৫)যখন তিনি জানলেন যে, তিনি কিলিকিয়া প্রদেশের লোক, তখন তিনি বললেন, “তোমাকে যারা দোষী করছে, তারা এখানে আসার পর আমি তোমার কথা শুনবো।” পরে তিনি হেরোদের প্রধান কার্যালয়ে তাকে পাহারা দিয়ে রাখার হুকুম দিলেন।